Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 6.831
Volume - 7, Issue - 06, June - 2024

DOIs:10.2018/SS/202406013 --:-- Research Paper / Article / Review

শরৎচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়ের ছোটগল্প:-সমাজচেতনা ও শিল্পগুণ

Namita Maity

Research Scholar, Department of Bengali, RKDF University

Email - rkdfuniversitykol@gmail.com

1. ভূমিকা:-

একজন লেখক ঠিক ততটাই সার্থক, তাঁর লেখালেখিতে শিল্পমান যতটা সার্থক। মানুষ হিসেবে তিনি কেমন, তিনি কি রকম জীবন-যাপন করেছেন, তা এক্ষেত্রে গৌণ হওয়াই বাঞ্চনীয়। এ কারণে লেখক হিসেবে মূল্যায়নের স্বার্থে আমরা একজন লেখকের শিল্পদৃষ্টিকে অবলম্বন করলে সেটাই যথার্থ হবে। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর লেখালেখিতে যে শিল্পদৃষ্টি পরিলক্ষিত হয়, তা আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমকালে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সম্ভবত সবচেয়ে সফল কথাসাহিত্যিকের শিল্পস্বরূপ উদ্ঘাটন করতে সক্ষম হবো।

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের আবির্ভাব হয় আধুনিক যুগে। যদিও আধুনিক যুগের প্রবর্তক সাহিত্যিকেরা ছোটগল্পের ভারে তেমন কিছু দিয়ে যেতে পারেন নি, তবে তাঁদের উত্তরসূরিগণ এ ক্ষেত্রটিকে বেশ ভালোভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। ছোটগল্পের ক্ষেত্রে তাঁদের ন-প্রবেশের পেছনে অবশ্যি যৌক্তিক কারণ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে, ছোটগল্পের গঠন-প্রকৃতি অন্যান্য সাহিত্যক্ষেত্রের তুলনায় খানিকটা জটিল। মানুষের জীবনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আবেগানুভূতি, যন্ত্রণা, হর্ষ-বেদনা ছোটগল্পে খুব স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয় বলে শুধু বইয়ের বিদ্যায় এটি সম্ভব নয়। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার উদ্ভব এবং যুদ্ধের ভয়াবহতা মানুষের জীবনে যে আমূল পরিবর্তন এনেছে, তার ফলে মানুষের জীবন হয়ে গেছে খণ্ডিত। যেখানে যুদ্ধপূর্ব সময়ে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য এবং জীবন-যাপনের নানাবিধ সুযোগ ও আনন্দলাভের উপায় বর্তমান ছিল, সেখানে যুদ্ধপরবর্তীকালে মানুষের জীবন হয়ে পড়ে সঙ্কুচিত, মানুষের জীবনবোধ এবং উপলব্ধিগুলো হয়ে পড়ে বিচলিত, বিপর্যস্ত; বৃহত্তর জীবনগোষ্ঠী আশ্রয় খুঁজতে থাকে তার গভীরতম জীবনপ্রদেশে। নানা রকম অভাব-অনটন, জীবনযন্ত্রণা মানুষকে এক অন্য ধরনের জীবন-অভিজ্ঞতার সম্মুখিন করে তোলে। আর তাই মধুসূদন-বঙ্কিম-বিহারিলাল আধুনিকতার পথ-প্রদর্শক হলেও এবং শিল্প-সাহিত্যে নানা রকম গুণগত পরিবর্তন আনয়ন তাঁদের পক্ষে সম্ভব হলেও ছোটগল্প লেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠেনি। জীবনকে তাঁরা দেখেছেন একটি বৃহৎ-মহৎ পরিবেশের মধ্যে, জীবনের নানামুখী বিপর্যয়-অপচয় তাঁরা দেখেন নি। এ কারণেই হিন্দু পুরাণ, ইতিহাস ইত্যাদিকে অবলম্বন করে তাঁদের পক্ষে উপন্যাস রচনা সম্ভব হলেও ছোটগল্প সম্ভব হয়নি।

2. মূল বিষয়বস্তু :

বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনায় অগ্রবর্তী ভূমিকা নিয়েছেন মূলত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিই মূলত ছোটগল্প-সাহিত্যের প্রথম সার্থক রূপকার। এর কারণও সুস্পষ্ট। যুদ্ধপূর্ব, যুদ্ধকালীন ও যুদ্ধপরবর্তী- এ তিন সময়ই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন; অবলোকন করতে পেরেছেন মানুষের জীবনের উত্থান-পতন, যার ফলে মানবজীবনের এ ভাঙা-গড়া, মানবমনের নানাবিধ জটিলতা অনুধাবন করা তাঁর পক্ষে যতটা সহজ হয়েছে, অন্যদের ক্ষেত্রে তেমনটা হয়নি। যদিও রবীন্দ্র-ছোটগল্পের বিরুদ্ধে গীতিধর্মীতার অভিযোগ উঠেছে, তথাপি এ কথাও সত্য যে, "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প কিছুতেই কল্পনাবিলাসের রঙিন ফানুস নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং তদপেক্ষা সত্য অনুভূতির সমবায়ে কবির মানসে যে গভীরতর সত্যসৃষ্টির আয়োজন সঞ্চিত হইয়াছিল তাহারই প্রকাশ তাঁহার ছোটগল্পগুলিতে।" [বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: ড. সুকুমার সেন; ৩য় খ-, পৃ. ২৯৮] প্রকৃত অর্থে, যুদ্ধপূর্ব যুগে যে সামাজিক-রাজনৈতিক অরাজকতা-অবক্ষয় তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, তাই তাঁর সাহিত্যে দেখা দিল ছোটগল্পরূপে।

শরৎচন্দ্রও যুদ্ধপরবর্তী আধুনিক যুগের রাষ্ট্র-সমাজ-সভ্যতা ও জীবনের এ অবক্ষয় প্রত্যক্ষ করেছিলেন। এছাড়া নিজের জীবনের নানাবিধ যন্ত্রণা-জটিলতাও তাঁকে মানবমনের গভীরতর জটিল দিকটিকে অনুধাবন করতে সাহায্য করেছিলো। এ সকল কারণে শরৎচন্দ্রের পক্ষেও ছোটগল্প রচনার বিষয়বস্তু ও সার্থকতা রূপায়ণের ক্ষেত্র সৃষ্টিতে তেমন কোনো বেগ পেতে হয়নি। শরৎ যে সময়ে সাহিত্য রচনা শুরু করেন, তখন ছোটগল্প ইতোমধ্যেই একটি প্রতিষ্ঠিত এবং নিরীক্ষিত শিল্পকর্ম। অথচ এতগুলো ইতিবাচকতা থাকা সত্ত্বেও শরৎচন্দ্র তেমন কোনো সার্থক ছোটগল্প লিখে যেতে পারেন নি। তাঁর আলো ও ছায়া, মন্দির, বোঝা, অনুপমার প্রেম, ছবি, দর্পচূর্ণ, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ, বিলাসী, একাদশী বৈরাগী, মামলার ফল ইত্যাদি না বড়গল্প বা উপন্যাস, না ছোটগল্প। কারণ আঙ্গিক বিচারে উপন্যাস বা বড়গল্পের সাথে এর যেমন পার্থক্য রয়েছে, আবার ছোটগল্পের জন্য যে নির্জলা শিল্পদৃষ্টি প্রয়োজন, তেমন শিল্পদৃষ্টিও তাঁর রচিত এ সকল গল্পে অনুপস্থিত-প্রায়। তবে এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য যে শরৎচন্দ্রের ছোটগল্প পাঠকের মধ্যে যে তন্ময়তা সৃষ্টি করে, তা শুধু পাঠকের একক মনোযোগের ফলশ্রুতি নয়, সেখানে লেখকেরও একটি সুগভীর যোগ আছে। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের মতো তাঁর ছোটগল্পেও আবেগ ও প্রাণস্পন্দন রয়েছে, ঠিক উপন্যাসের মতোই তাঁর গল্পের শুরু ও সমাপ্তি। শরৎচন্দ্রের গল্পের আরো একটি বিশেষ রীতি, তা তাঁর ছোটগল্পের একটি ত্রুটিও বটে; তা হলো তাঁর অতিশয় অপ্রয়োজনীয় বাগবিস্তার। তিনি নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত করতেই হোক, বা চরিত্রকে সুদৃঢ় করে তোলার স্বার্থেই হোক, যুক্তিতর্কের অবতারণার পাশাপাশি নিতান্ত স্বগোতক্তিও করে থাকেন। অনেক সময় তা পড়ে পাঠকের বোঝার উপায় থাকে না যে উক্তিটি আসলে কার। তাতে করে লেখকের মতামত হয়ত প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে এটি প্রায় অনতিক্রম্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তা সত্ত্বেও এ জাতীয় ত্রুটি উপন্যাসের ক্ষেত্রে সহনীয় হলেও, ছোটগল্পের ক্ষেত্রে অবশ্য-অমার্জনীয়। ছোটগল্প যেহেতু মানবজীবনের সূক্ষ্মতম আবেগানুভূতির রূপক, সেখানে এ ধরনের বাগবিস্তারের কোনো সুযোগই থাকে না। শরৎবাবুর রচিত ছোটগল্পগুলোর মধ্যে দু-একটি বাদে প্রায় সবগুলোতেই এ জাতীয় ত্রুটি লক্ষ করা যায়। এ সকল দিক বিবেচনায় তাঁর যে ছোটগল্পগুলো সবচেয়ে বেশি প্রশংসার দাবিদার সেগুলো হলো ছবি, মহেশ, অভাগীর স্বর্গ ও মামলার ফল। তবে সবদিক বিবেচনায় মহেশ শরৎচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ছোটগল্প। এ গল্পে ছোটগল্পের মৌলিক সবগুলো দিক রক্ষিত হয়েছে।

৩. উপসংহার :-

কথাশিল্পীশরৎচন্দ্রের শিল্পবোধ সবচেয়ে বেশি প্রখর তাঁর সংলাপে। মানুষের সাথে নিবিড় যোগসূত্র তাঁকে যে গভীরভাবে সমাজ-সচেতন করে তুলেছিলো, তার প্রমাণ তাঁর রচিত সংলাপ। এগুলো তাঁর প্রখর সমাজচেতনার স্বাক্ষরবাহী। শরৎচন্দ্র সংলাপ সৃষ্টিতে যে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, সমমানের শিল্পবোধ তাঁর বাণীভঙ্গিতেও নেই।শরৎচন্দ্রের জনপ্রিয়তা বাংলা সাহিত্যে অকল্পনীয়। তিনি এমনকি বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের চাইতেও বেশি পাঠকপ্রিয় ছিলেন। এর কারণ এটি হতে পারে যে, তিনি সমাজকে যতটা নাড়া দিয়েছেন, তাঁরা তা পারেন নি। তাছাড়া তাঁর গল্প-উপন্যাসের পটভূমিকাও ছিলো নিতান্ত সাধারণ সামাজিক মানুষকে নিয়ে। যদি পাঠকপ্রিয়তাকে একজন সাহিত্যিকের উচ্চতা মূল্যায়নের মানদ- হিসেবে ধরা হয়, তাহলে শিল্পবোধের বিষয়গুলোর বাইরে শরৎচন্দ্রই যে বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে উচ্চাসনের অধিকর্তা। এ কথা বলতে দ্বিধান্বিত হওয়ার কোনোই কারণ নেই। শরৎচন্দ্রেরই ভাষায়- আমার লেখা তোমাদের জন্য, আর গুরুদেবের (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) লেখা আমাদের জন্য। আর এই এক কারণ বোধহয়, যা শরৎচন্দ্রকে বাংলা সাহিত্যে গগনচূর্ণী সফলতা এনে দিয়েছিল। আর তাই শরৎচন্দ্র ব্যতীত বাংলা সাহিত্যে, বাংলা সাহিত্যের একটি বড় অংশই বোধ করি আঁধারে থেকে যাবে।

গ্রন্থপঞ্জী:-

১) গল্পসমগ্র – শরৎচন্দ্রচট্টোপাধ্যায়

২) বাংলাছোটগল্পেরক্রমবিকাশ – সত্যচরণচট্টোপাধ্যায়

৩) বাংলাসাহিত্যেছোটগল্পেরধারা – শ্রীকুমারবন্দ্যোপাধ্যায় ও প্রফুল্লচন্দ্র পাল

৪)বাঙ্গালা সাহিত্যেরইতিহাস: ডক্টরসুকুমারসেন